সীমান্তের হাটখোলা জীবন

শান্তি নাথ

পাকিস্তানের এক বধু, সীমান্তের পারেই তাদের বাড়ি, স্বামী আছে, শাশুড়ি আছে, বাড়িতে মুরগি আছে তারা ডিম পাড়ে আবার ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। কিন্তু সেই বউ কোনো বাচ্চা দিতে পারে না তার স্বামীকে, শাশুড়িকে--- সেই বাচ্চাকে আদর করার জন্য। এই জন্য তার উপর চলে প্রতি নিয়ত অত্যাচার। স্বামীর মার তাকে খেতে হয়, এটা নিত্যদিনের ব্যাপার। শাশুড়ির গালাগালি আর মাঝে মাঝে গরম খুনতির ছেঁকা খেতে হয়। রাগ হয় কিন্তু তার কোনো প্রকাশ থাকতে নেই। দুঃখ হয়, নিঃশব্দে তার সারা শরীর কাঁদে। কিন্তু অন্তরের চোখের জল মুছিয়ে দেবার কোনো পরিবেশই ছিল না তাদের বাড়িতে। সামান্য মুরগি বাচ্চা দিতে পারে আর একটা দামড়া মেয়ে বাচ্চা দিতে পারে না---- স্বামী তাকে তালাক দেবে, আর একটা বিয়ে করবে। আর একটা বউ আসবে, আর সে হবে দু'নম্বরি বউ, এটা তার সহ্য হয়নি; আঘাত পাওয়া সহ্য হয়েছিল, গরম খুনতির ছেঁকা সহ্য হয়েছিল কিন্তু বাচ্চা না-দিতে পারা দু'নম্বরি বউ, এটা হতে ইচ্ছা করেনি।

আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ তার কাছে খোলা ছিল না। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। ঝাঁপ দেবার সময় তার জানা ছিল না --- সীমান্ত বলে একটা জটিল ব্যাপার আছে, মানুষের জন্য আছে বিষাক্ত কাঁটা তারের বেড়া। তা তার স্বামীর চেয়ে নিষ্ঠুর এবং তা অসহ্য তার শাশুড়ির অকথ্য ভাষণের চেয়েও। তার বিচার পদ্ধতি আরো অমানবিক।

কিন্তু নদীর তো কোনো দেশ নেই, সে পৃথিবীর সম্পদ, মানুষ এখনো পৃথিবীর সম্পদ নয়, সে শুধু একটা সীমাবদ্ধ দেশের সম্পদ। বউটা ডুবেও মরল না, হতভাগীদের তাই হয়। মৃত্যুও নেই আবার শান্ত জীবনযাপন করার কোনো প্রকরণ নেই। নদী তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসে তুলল ভারত সীমান্তে। নদীর কান্না দেখা যায় না, শুধু জোয়ার আসে তার বুকে, তাই নদী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল---নদীর পারেই সেই নারীর ধর্ষিতা হওয়া --- এক ভারতীয় সেপাই দ্বারা। সুন্দরী যুবতী, এছাড়া তার গতি কী আছে! কতবার ধর্ষিতা হয়েছিল এটা তার জানা ছিল না। এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কিছু মানুষ যাদের কাছে সীমানা কিংবা ভিনদেশ ইত্যাদি শব্দগুলো থাকে না তারা সেবা করেছিল কিন্তু আরো গাঢ়তর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেই কন্যা। হাসপাতালে ভর্তি হলে তার দরকার হল একটা পরিচয়। সে বলেছিল, তার বাড়ি পাকিস্তানে। পাকিস্তান, ভিন্ন দেশের নাগরিক --- এই শব্দে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার স্থান হয় কয়েদখানায়। সেখানেও সে আবার. ধর্ষিতা হয়। তার নারীত্বের প্রতি এই বঞ্চনা তাকে বড়ো যন্ত্রণা দিয়েছিল। তাই বিচারকের কাছে সব কথা খুলে বলেছিল। বিচারক খুঁজে বার করতে বলেছিলেন, সেই ধর্ষক কে? ইতিমধ্যে ঘটেছিল সময়ের অনেক ব্যবধান ----- ধরা এবং জেলে থাকা, বিচার পদ্ধতির ভিতর আসা, তার ভিতর এসে যায় এই ডাক্তারি রিপোর্ট যে --- সে গর্ভবতী। পরে ধরাও পড়েছিল সেই ধর্ষক। 'গর্ভবতী' এই শব্দ তাকে শতছিন্ন শরীরের ভিতর আনন্দ এনে দিয়েছিল, যেন শুনতে পেয়েছিল বহু আকাঙ্খিত শিশুর মৃদু হাস্য কলরোল ধর্ষিতা হবার চেয়েও তাকে বড়ো আনন্দ দিয়েছিল। নারীত্বের জয় ঘোষিত হয়েছিল।

তার বার বার মনে হয়েছিল --- আসলে তার স্বামীই ছিল শক্তিহীন, নপুংসক। স্বামীর মুখটা মনে পড়ছিল আর তার প্রতি

ঘৃণাবোধ জাগছিল। ওদিকে তার সামনেই দাঁড়িয়েছিল সেই ধর্ষক সেপাই।

---- বাবু, আমরা ঘর করতে পারি না? এই সেপাইবাবু আমাকে বিয়ে করতে পারে না।

---- না, তা হয় না। বিচারকের উত্তর ছিল। তুমি এ দেশের নাগরিক নও, তোমার পাসপোর্ট নেই, ভিসা নেই। তুমি নিষিদ্ধ এদেশে।

অবশেষে তার জেল হয়। ধর্ষকেরও জেল হয়। দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না । ধর্ষণ আছে কিন্তু ভ্রূণহত্যা নিষিদ্ধ, সেই নিয়মকে মানার জন্য অবশেষে জন্মায় তার কন্যা সন্তান। বাচচা সমেত তার জেল হয় সাত বছর। মুক্তির সময় অ াগত --- তার বাচচার বয়স এখন সাত, এবার তাকে যেতে হবে ভিন্ন কয়েদখানায় কারণ তার অভিভাবক নেই কিংবা চলে যেতে হবে নিজের দেশে। সে তারপর আবেদন করেছিল --- অন্য দেশে পাঠিয়ে দাও কিন্তু তার মেয়েকে তার সঙ্গে দিতে হবে।

বাচচা এদেশের নাগরিক, তার ধর্ষক এদেশের কিন্তু গর্ভ ভিন দেশের, সে পাকি স্তানের। পাকিস্তানের গর্ভ থেকে ভারতীয় সন্তান! মা পাকি স্তানের, সন্তান ভারতীয় ---- মাঝে কাঁটা তারের বেড়া! এই কেস এখনো ঝুলছে, সিদ্ধান্তহীন উত্তর। এর থেকে সংজ্ঞা টানা যেতে পারে, দুই দেশের বিভাজন রেখা অর্থাৎ কাঁটাতারের লৌকিক - অলৌকিক সংজ্ঞা।

কিন্তু সংজ্ঞা এত তাড়াতাড়ি বেড়া দিয়ে বেঁধে দিলে তা হবে আরো একটা শুষ্ক হৃদয়হীন অস্তিত্ব। সচল থাকবে না। কিন্তু কঁ াটাতারের বেড়া চলমান জীবন্ত। একে ঘিরেই বহু জীবন নির্ধারিত হয়।

আসা যাক আর একটা ঘটনায়---

স্থান অজ্ঞাত থাক তবে কাঁটাতার এবার ভারত আর বাংলাদেশের হৃদয় ভেদ করে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করা অবস্থায় স্থা পিত এবং অনড়। একে না মানা অপরাধ। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ডাকাত হয়ে সহজেই বেড়া ভেদ করে মানুষেরা আসতে পারে। এই বেড়ার দৈর্ঘ্য চার হাজার কিলোমিটার, মেঘালয় থেকে লালগোলা পর্যন্ত। বাংলাদেশ বেড়া দেয়নি, বেড়া দিয়েছি আমরা। শক্ত, নির্ভুল বেড়া। নিশ্চয় নির্ভুল--- এই বর্ণনায় আসা যাক আর এক গ্রামের কথা, গ্রামের নাম ধরা য াক হালদারপাড়া। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা 'তিতাস একটি নদীর নাম' --এ শেষ দৃশ্য ছিল জেলেদের মাছের আড়ত, ম াছের সিন্দুক হল নদী, সেই নদী সরে গিয়ে চড়া দেখা দিয়েছিল, সেই চড়াতে একটা বালক বাঁশি বাজাচ্ছিল, তার বাঁশির শব্দে ধান গাছ বাড়ছিল --- অনিশ্চিত দোটানার জীবন জেলেজীবন থেকে স্থায়ী চাষি জীবনে এল, জেলে হল চাষি। কিন্তু এই হালদারগ্রাম নিয়ে কখনও সিনেমা হবেনা, হয়না। কারণ এই হালদারদের বাড়ি ভারতে, গ্রাম ভারতে কিন্তু মাছের সিন্দুক ভারতে থাকলেও শূন্য লাইন ঠিক রাখার জন্য উভয়ের মাঝে যে কাঁটাতারের বেড়া, একে লঙঘন করা যাবে না।

কাঁটাতারের ওপাশে আধ মাইলের বেশি জায়গা ভারতের। তাদের নিজেদের দেশের তবুও সেখানে যেতে গেলে তাদের উপার্জনের জায়গায় যেতে গেলে সেপাইদের কাছ থেকে ঠিক সকাল ৭টায় গেট পাস নিতে হয়, তারপর ঢুকতে পারবে কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে নিজের দেশে কিন্তু তা অন্য দেশের মতো যেন ভিন্ন দেশ, চোর হয়ে ঢুকতে হয়, তাই প্রত্যহ জোটে প্রত্যেকের পাছায় একটা করে লাথি --- শুধু নিজের দেশে ঢুকতে, তাদের নিজস্ব পুকুরে মাছ ধরতে। শুধু একথা মনে করিয়ে দিতে তুমি আমাদের কাছে পরাধীন, তোমাদের কোনো স্বাধীনতা নেই, নিজেদের দেশেও নিজেদের উপ ার্জনের জায়গায় যেতে। এর জন্য তোমাদের চোর হতে হবে, অপরাধী হতে হবে এই ভঙ্গিমায় আসা ও যাওয়া করতে হবে। লাথি বগলে নিয়ে ঢোকা হল; এবার মাছ ধরা --- মাছ ধরা যখন শেষ হবার মুখে ও দেশ থেকে এবার সত্যই ভিন্ন

দেশ বাংলাদেশ থেকে চ.ড্ড.ত্ম- রা আসবে--- খিস্তি দিয়ে সব দেখতে চাইবে, সেই মাছের অর্ধেক ভাগ ওদের, এই পুকুরের অর্ধেক ভাগ তাদেরও। শুধু মাছ দিলেই হবে না সেই সঙ্গে খেতে হবে পশ্চাদ্দেশে একটা করে চওড়া ভারি বুটের লাথি --- ওদের বয়স গোনা যায় ওদের লাথি খাবার এই সংখ্যা গুণে।

এই হল সীমানা, শূন্যরেখা --- না, এইভাবেও কাঁটাতার সীমানাকে সংজ্ঞায় আনলে ভুল হয়ে যাবে। এবার তবে আর একটা ঘটনা। যদিও এই সব ঘটনার কোনো হিসেব থাকে না।

ডাকাত আসে অনায়াসে সেই বেড়ার গর্ত দিয়ে এপারে, লক্ষ্য একমাত্র গ চুরি করা নয় যাবার সময় বেশ কিছু বাড়িতে ডাকাতি করা --- সব বন্দোবস্ত করে দেয় দু'পারের সেপাইরা। একশোটা গ পার করে দিতে পারলে প্রত্যেকের পাওনা পঞ্চাশ টাকা, বাকি মোট টাকার অর্ধেক করে পাওনা দু'দেশের রক্ষী সেপাইদের, এতে ওদের আয় মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকার বেশি হয়। তাই ডাকাতি হতে দেওয়া বাড়তি রোজগারের ভিতর পড়ে, এটা হতে দেওয়া নিজস্ব আইনের ভিতর পড়ে, অবশ্য দুই দেশেরই একই আইন। তাই ডাকাতি করা আইন যতক্ষণ তুমি না মরো, মরলেই, হত্যা হয়ে গেলে অনেক হ্যাপা তখন জটিল আইন অজগর সাপের মতো গিলে খেতে আসবে, কেননা তখন তুমি অনুপ্রবেশকারী।

গ পার করার সময় ডাকাতি হয় এটা আইনসিদ্ধ। তাই এপারের মানুষেরা সজাগ থাকে। ধনী যারা তাদের বন্দুক থাকে, গ চোরদেরও বন্দুক থাকে। গুলি বিনিময় সাধারণ ঘটনা। সেদিনও তাই ঘটেছিল। কিন্তু এপারের কর্তার কিছুটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ক্ষোভে ও বীরত্বে একাই ছাদে উঠে গিয়েছিল আর ভুল করে টর্চটা হাতের চাপে জ্বলে উঠেছিল, সেই আলোতে দু'পক্ষের গুলি--দুটো গুলির শব্দ, একটা এপারের অন্যটা ওপারের। সব শান্ত হয়ে গেলে ছেলেরা ছাদে উঠে দেখে, বাবা মৃত, হাতে নেভানো টর্চটা আর বুক দিয়ে একটু ঘন রক্ত বার হচ্ছে, ব্যক্তি মৃত অথচ রক্ত তাজা।

পরের দিন যখন কর্তার দাহ কার্য শেষ করে এসে বাড়ির লোক বিমর্ষ, সেই বাড়ির ছেলেরা হঠাৎ দেখে --- তিনজন, এক বুড়ি, এক বউ আর একটা বালক কী যেন খুঁজছে। তাদের ধরা হয়, গাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। বউয়ের বয়স সতেরো, বুড়ির বয়স ষাটের বেশি, বালকের বয়স বালক। শোক আছে, পিতা মারা গেছে, শোক বেশিক্ষণ থাকে না। বুড়িকে দু-একটা থাপ্পড়, বউটার গায়ে হাত দিতেই ওরা হাউমাউ করে কেঁদে বলেছিল মেরো না বাবা, আর ইজ্জত কী নেবে? এসবের কোনো দাম আছে? রোজই দিতে হয়, ওর স্বামী ডাকাত তাই দিতে হয়। শরীরকে হরির লুঠ না করে দিলে স্বামীর ডাকাতি করা সহজ হয় না। ওরা আর বাকি যা বলেছিল তার সংক্ষিপ্ত রূপ এরকম

ওর স্বামী কাল ডাকাতি করতে এসে গুলি খেয়েছে, লাশ পেতেও অনেক হ্যাঁপা। এদেশের পুলিশ কেস দেবে, তারপর লাশ ফেরত যাবে ওদেশে, তাও আবার ওদের সেপাই ফেরত দিতে চাইবে না। কারণ এটা হত্যা --- এইসব রিপোর্ট লিখতে হয়, তাতে দুদেশের ভিতর যেমন সম্পর্ক খারাপ হয়, বেড়া তখন বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাবুরা বলে দিয়েছে, এই বাগানের ভিতর ধানের গোলার নীচে বিচুলি চাপা আছে ওর স্বামীর লাশ। 'বাবু সেই লাশটা শুধু নিতে দিন, তারপর ওদেশে চলে যাবো।' ওরা খুঁজে দেখে সত্যই লাশ সেই ডাকাতের। রেখে গেছে বিচুলি দিয়ে। লাশ পাওয়া গেল, কিন্তু ওপারে ভিন্ন রাজ্য থেকে এমনকি সার্কাস থেকে বেচে দেওয়া হাতি বেড়া ডিঙিয়ে ধীর পায়ে এদেশ থেকে ওদেশ চলে যেতে পারে, কিন্তু লাশ যেতে পারে না। হাতি চালান যাচ্ছে এদেশ থেকে ওদেশ----দুই দেশের সেপাই তাকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে, সার্কাসের মালিক দুইদেশের সেপাইয়ের জন্যে খানাপিনার ব্যবস্থা বেশ মজাদার করে রেখেছে। এইসব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু লাশ যাবে কীভাবে? অনেক ভেবেচিন্তে এ বাড়ির ছেলেরাই সেই লাশকে কবর দিয়েছিল এদেশে। ভিন্ন দেশের পরিবার অথচ তার লাশ কবর এদেশে, এছাড়া কোনো পথ নেই। এই হল সীমান্ত, এই হল কাঁটাতারের বেড়া--- না এখনো সংজ্ঞা টানা ঠিক হবে না। ওপার থেকে আসে সোনা, আমরা পাঠাই চাল, গম, চিনি, প্রত্যহ প্রায় একশো টন। তবেই ওপার থেকে আসে ইলেকট্রনিক যন্ত্র, সেলফোন, আমরা পাঠাই সার্কাসের জন্য হাতি আর হত্যা করা বাঘের

চামড়াসমেত তার সব হাড়গোড়, এমনকি তার ছোট্ট সুন্দরপানা কানটা পর্যন্ত। ওরা পাঠায় দামি মেশিন, হেরোইন আর মেয়ে---- তারা চালান যায় বেশ্যাখানায়। আমরা পাঠাই আপেল, আঙুর, আম, টমেটো আর ভালো সন্দেশ যা বড়োলোকদের খাদ্য। আর ওদেশ থেকে আসে বিক্ষোভ আর সন্ত্রাস বাঁচিয়ে রাখার উপকরণ। হাতি যাবার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়, এক রাজা যেন অন্য রাজাকে উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন, সীমান্তে সেদিন কী উল্লাস, কিন্তু তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়ে আছে সতেজ যুবক, বেড়া ডিঙোতে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে, তাই লাশ ---- ছোটোলোকের বাড়। বন্দোবস্ত না করেই যাতায়াতের চেষ্টা ---- তাই লাশ।

আর কী মজাদার দৃশ্য --- ছোট্ট নৌকা করে ওপার থেকে আসছে দামি মেশিন আর কিছু হেরোইন, ওদের অবৈধ পাসপোর্ট ছিল না, তাই খবর হয়ে গিয়েছিল, এপারের সেপাইয়ের সুনির্দিষ্ট গুলি ছুটে যায় নৌকার দিকে, মারা যায় তিনজনই--- নৌকাটা একা চুপ করে থাকা বহু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নদীতে ঘুরপাক খেতে থাকে--- এই ঘুরপাক খাওয়া অবস্থান এখানে। ফলে সংজ্ঞা টানা খুব সহজ নয় আরো অপেক্ষার প্রয়োজন।

রমলা এসে গেছে খুচরো কাজ শেষ করে, ওর কাছ থেকে শুনতে হবে আরো অনেক কথা, তারই জন্য আমার এখানে আসা, জীবন হাতে নিয়ে আসা, যে কোনো মুহূর্তে আমার দিকে ছুটে আসতে পারে সেপাইদের গুলি, তখনই আমি হয়ে যাব কোন সন্ত্রাসবাদীর লাশ, এটাই এখানকার নিয়ম, স্বয়ং বিচারপতিদেরও তা জানা নেই। এই রমলাকে চিনি আমি কুড়ি বছর ধরে, তাই ভয়টা এখন একটু কম। সাহস করে বলেছি আমি কী জানতে চাই, লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, সংকোচ যাচ্ছে না কিছুতেই। অবশেষে বললাম, কিছুই বলতে হবে না, আমি জানতে চাইব না কিছুই, তুমি শুধু বলে যাবে তোমার জীবনের কথা। সে বসে আছে, মুখ নিচু করে, বলতে ইচ্ছা হলে তবে বলো --- জানো তোমার এই লজ্জা-লজ্জা ভাব কত নকল, তা আমি জানি। তুমি সেপাইদের বশ করতে পারো, গর্ভে সন্তানের বদলে দশভরি সোনা নিয়ে যেতে পারো এক মহাজন থেকে আর এক মহাজনের কাছে। লজ্জা কীসের! আমি জানি পথে থাকে অনেক সেপাই তাদের তুষ্ট করতে হয়, দিতে হয় আনন্দ, শরীর দেওয়া এসব তো সাধারণ ব্যাপার। পাঁচ মাইলের ভিতর কাজ করলে, তার জন্য পাও পঞ্চাশ টাকা, এইরকম পাঁচবার কাজ করতে পারো একই দিনে। অবশ্য তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর এই কাজ জোটে। তবুও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

আপনি তো সবই জানেন, কিন্তু এসব তো বাইরের ঘটনা, ঘরের ভিতর অন্য ঘটনা।

সেই ঘরের ঘটনা তোমার মনের ঘটনা তা আমি জানি না।

কোনো বিপদ হবে না তো?

বিপদ হলে আমার হবে তোমার হবে না, বলো -----

কাহিনিতে প্রবেশ

কাহিনি শু করা খুব কঠিন কাজ, কোথায় মূল কাহিনি লুকিয়ে থাকে তা জানা আরো কঠিন, এইটুকু জানি যে এই বিষয়ে অনেক শাখা প্রশাখা থাকে। তাই এই বোনের নাম দেওয়া যাক রমলা। সেকথা বলে শু করতেই ওর বড়ো দিদি এসে মাটির উঠানে বসল। ওর এক পাশে রান্না হয়, অন্য পাশে ছাগল থাকে, ছাগলের গন্ধ চারিদিকে, দিদি (সুন্দরী) এসে বসতেই সেই গন্ধ আরো বেড়ে গেল। জামাইয়ের মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি , রমলাও বলে, কিন্তু এতো দিন পরে তুমি এলে? খিদে পেলে সব পাখি ডালে ডালে ঘোরে। একটা শুয়োর আজ বেচে দিলাম, দাম পেলাম দু হাজার টাকা, শালাকে আজ কেটে কুটে বিক্রি করে দেবে, জানো এই শালার মতো আমিও কেটে কুটে বিক্রি হয়ে গেছি কত দিন আগে,

কিন্তু কিনল কে তা বুঝতে পারি না। এদের মতো আমি অতো বোকাসোকা নই, শহরে যাই মাল নিয়ে --- কাঁচা মাল নিয়ে। তুমি বলবে শুধু কাঁচা মাল নিয়ে --- মালের নীচে এই মাগিদের মতো অতো সোনা নিয়ে যাই না, সত্যি বলতে অল্প সোনা নিয়ে যাই। আমার শরীরের আর কোনো দাম নেই । জানো গত মাসে শরীর থেকে একটা অঙ্গ বাদ গেল, অঙ্গই বটে। ডাক্তারের কাছে গেলাম বললাম আর মাসিক হচ্ছে না, এই বয়সে আবার বাচ্চা এল নাকি! যার স্বামী কুড়ি বছরের উপর ফেরার, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আর ফেরত এল না-- তার বাচ্চা! লোকলজ্জা, বলবে চোরাকারবারীদের আবার লোকলজ্জা--- হ্যাঁ গো লোকলজ্জা আছে সবটা যায়নি, কিন্তু সেপাই মিনসে গুলো লজ্জা রাখতে দেয় না। কর্তা চলে গেল...(বলে থামল, বেশ সময় নিল, একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল) আবার বলতে লাগল শালা শুয়োরদের এতো ভালবাসতাম আজ বিক্রী করে দিলাম, অল্প মদ খেয়েছি , সামান্য নেশা হয়েছে কিছু মনে করো না। জীবনে বাঁচার জন্য নেশার দরকার আছে, স্বামী নেই অথচ বাচ্চা হয়, এই সব জীবনের জন্য নেশার দরকার আছে। কী নিয়ে বাঁচব? ও চলে গেল, রেখে গেল তিনটে বাচ্চা। একটা বিয়ে দিলাম শান্তিপুরে, শালা জামাই সোনার কাজ করে তারপর সেই মাল আম ার হাত দিয়ে পাঠায় মহাজনের কাছে। ওদেশ থেকে সোনা আসে কাঁচা কিন্তু ও দেশে কারিগর নেই, ওদেশে যে কী অ াছে তাও জানি না, সবই তো এদেশ থেকে যায়। সোনার বালা নকশা করা হার আর কত গয়না তৈরী হয়ে ফেরত যায় ওদেশে। শালা জামাইয়ের কাছেও আমি চোরাচালানকারী, জামাইও আমার কাছে চোরাচালানকারী ---- কোনো দিন জামাইও আমায় চেয়ে বসবে। রাত্রে বড্ড ভয় লাগে, শুয়োরগুলো আরও ভয় পাইয়ে দেয়, কোথাও গুলির শব্দ হল শুয়োরগুলো ভয়ে এমন চিৎকার করে আর কাঁদে, ওদের চোখে আমি তখন জল দেখি --- গুলি মানে কী জানো, কেউ মরল --- সকালে এই গ্রামের একজনকে আর পাওয়া যাবে না, গ হারিয়ে যাবার মতো সেও হারিয়ে গেল, সপ্তাহে একট া দুটো করে হারিয়ে যায়। নেশায় অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাই তোমাকে বলছি এসব কথা কে শোনে? আমার ওটা হয়ত এভাবেই শেষ হয়েছে , কেউ খবর পায়নি তাই মাথাতে এখনো সিঁদুর পরি, আর ভাবি একদিন ঠিক ফেরত অ াসবে।

মেজ মেয়েটার বিয়ে দিলাম রানাঘাটে। কাঁচামালের দোকান ছিল জামাইয়ের। মেয়েটার হল টিবি, আর ওর আছে দুটো বাচ্চা, আমি বলি ওদুটো কালো কেন্নো। জামাই একদিন চলে গেল , এদের মুখে এখন ভাত তুলে দেবে কে? এই আমি, আজ দুপুরেই আবার মাল নিয়ে যেতে হবে নৈহাটিতে। অনেক রাত হবে কাজ শেষ হতে --- ট্রেন চলে যায়, স্টেশনেই থা কি বাকি রাতে । আর পি এফগুলো ভালো, ওদের সঙ্গে আলাপ আছে , মাসি বলে ডাকে, এখনো জানো রাতে কত লে াক আসে, বলো এই শরীরে কী আছে? গায়ে শুয়োরের গন্ধ, পেটে কত চর্বি জমে গেছে , গতরে নেই বল আর এদুটো ল াউ হয়ে গেছে , তবুও পুষ মানুষের লোভ, ছাড়ে না। অবশ্য দু পয়সা আয় হয়, টিবি মেয়েটার জন্য ফল হয়।

পাপ করছি বলতে পারো, তোমাদের অনেক টাকা তোমাদের কাছে সব আছে , তোমরা সব ভদ্দরলোক। আমি ভদ্দরলে াক নই , গ্রামে থাকি, চাষির বউ নই , জমি নেই, মালোর বউ নই, বাজারে মাছ বিক্রী করব, তাও হয় না-- তাই সবজির নীচে কখনো কখনো সোনার বিস্কুট নিয়ে যাই, এতে আয়টা ভালো হয়--- কতগুলো পেট, তাতেও ভরে না। এসব দুঃখের কথা, এসব তোমার নিশ্চয় ভালো লাগছে না, নেশাটা একটু কাটছে , জানো ডাক্তারের কথা শুনে বেশ কষ্ট হল---ডাক্তার বলল, বাচ্চা আসেনি, তোমার একটা অঙ্গ গেল। মাসিক হওয়া মেয়েদের একটা অঙ্গ , সেটা আমার চলে গেল। স্বামী চলে যাবার পর যে কষ্ট হয়েছিল মনে, একথা শুনে একইরকম কষ্ট হল। অঙ্গ চলে গেল--কী বল বেশ ভালোই , হাতুড়ে ম াসিকে আর টাকা দিতে হবে না। আর টাকা লাগবে না। এখনো এসব করি কি না--করি। তবে জানো কিছুই ভালো লাগে না, মেয়েটার কথা বড় মনে হয়, রান্না করতে গিয়ে হয়ত মাথা ঘুরে উনুনের আঁচে পড়ে যাবে, পুড়ে মরবে মেয়েটা। দেখো পেটে কত চর্বি হয়েছে , পেটে হাত দাও লজ্জার কী আছে , বাড়িতে বসে লজ্জা পাচ্ছো, অন্য জায়গা হলে নিয়েই যেতে।

উপকথা

উপকথায় ঢুকে গেল বড়ো বোনের কথা। মোটা, এখনো শরীরের বাঁধুনি ভালো, শরীরের বাঁধুনি ছাড়া এসব কাজ হয় ন

া। এবং রসের কথা বলতে হয়, না হলে একাজ হয় না। এরা জানে না এই কাজ এদের চরিত্রগুলোকে কীভাবে পাল্টে পাল্টে দেয়। তবুও মেয়ে এ কথাটা ভোলে না, ফলে অঙ্গ হারানোতে তাই কষ্ট পায়। কিন্তু এত সব নিজস্ব কষ্টের ভিতর কষ্ট পায় টিবি হওয়া কন্যার দুটো বাচচার জন্য। একটার বয়স সাত, স্কুলে যায় না, অন্যটার বয়স এগারো এদের জন্য স্কুল নেই। গ্রামে একটা স্কুল আছে, সীমান্ত থেকে তা বেশ দূরে, এদের বাড়ি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, অত দূরে গিয়ে পড়া অসম্ভব, তাছাড়া এদের কাজ করতে হয়, শুয়োর দেখাশোনা করার সব কাজ এদের করতে হয়, যার ওজন এদের ওজনের প্রায় দশগুণ। বড়োটির চোখ অপুর মতো সরল কিন্তু জীবনে এর পরিণতি কী? দিদার মতো ট্রেনে করে মাল নিয়ে যাওয়া, তার তলায় থাকবে সোনার বিস্কুট কিম্বা এরা হবে এই গ্রামের মস্তান, মহাজন তাদের রক্ষাকর্তা। এই গ্রামে তিন ধরনের মহাজন আছে। একজন শুধু টাকা দিয়ে কাঁটাতার কেনে অর্থাৎ একঘন্টা কিম্বা আধন্টার জন্য কিনল, এতে সপ্তাহে তাকে দিতে হয় তিন থেকে চারলক্ষ টাকা। এর কাজ এইটুকু। ও এবার সময় বিক্রি করবে অন্যের কাছে----কাউকে দশ মিনিটের জন্য, কেউ কিনবে আরও বেশি সময়, এই সময় কেনে বাইরের লোকেরা, তারা এ গ্রামে থাকে না। সময় যারা কিনল তারা সময়ের বাইরে যাতে কাজ না করতে পারে তার জন্য রাখা হয় এই মস্তান, এবং এই মস্তানদের কাজ অন্যরা যারা টাকা দেয়নি তাদের কাজে বাধা দেওয়া। আর একদল আছে যারা শুধু মাল কিনবে, এরা বাইরের লোক, মালকে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াও এদের কাজ। এছাড়া চতুর্থ মহাজন, এদের কাজ হল মালটাকে এদেশ থেকে ওদেশে ক্যারিয়ারের সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া। এবং পঞ্চম মহাজন হল সর্বশক্তিমান --- এদের কাজ হুন্ডির মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা এবং মাল রাখার জন্য গোডাউনের ব্যবস্থা করা। যারা গ্রামের মহাজন এবং তাদের কিছু ক্যারিয়ার থাকে, সুন্দরী সেইরকম একজন ক্যারিয়ার 'রমলা'। রমলা'র কথা শোনার আগে শুনে নিই কাস্টমস অফিসারের কথা।

অফিসার উবাচ

ওখানে অফিসে বসে কথা বলা যাবে না, কারণ তাতে সন্দেহ বাড়বে। এমনিতেই আমার উপর বি এস এফ-এর সন্দেহ আছে। জানেন তো প্রায় দশলক্ষ টাকার সোনা ধরা পড়েছে, সে নিয়ে বিশাল ব্যাপার, অবশ্য খবর ছিল তাই ধরা সম্ভব হয়েছে। আমাদের কাজ তো এখন সাধারণ। বাংলাদেশে এখন ওয়াগানে করে মাল যায়, এটা দু' দেশের চুক্তি, যাতে চোরাচালান বন্ধ করা যায়। এই ব্যাপারে দুই দেশের নজর এখন তীক্ষ্ণ। আমাদের কাজ ওয়াগানে মাল ঠিকমতো আছে কিনা এটা দেখা অর্থাৎ সিল খোলা আছে না অটুট আছে --- খোলা না থাকলে সব ঠিক হ্যায়, এটা লিখে দিতে হয়। আর অন্য কথা নিশ্চয় বলবেন, এতে ফাঁকি থেকে যায় কিনা? হ্যাঁ, নিশ্চয় যায় --- ওয়াগন কোথাও খুলে তাতে অন্য মাল পুরে দিলে এবং সিলটা যথাযথ বন্ধ অবস্থায় থাকলে আমাদের কিছু করার থাকে না। এই মাল দেখার দায়িত্ব আর পি. এফ ও বি এস. এফ, এরা পাহারায় থাকে।

এছাড়াও আর একটা কাজ আমাদের থাকে, সেটা হল কেস্টাকে ঠিকমত আইন মাফিক লেখা। বি এস এফ এই দায়িত্বে থাকে, ওরা কাউকে ধরলে ওরা নোট্ দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় আমরা সেই কেস্টাকে আইন মাফিক লিখে কোর্টে প্রোডিউস করি। এবং ভারত সরকারের হয়ে তার বিদ্ধে কেস্ চালাই। একদিন দেখি আসামি হিসেবে এসেছে তিনজন --- মা, মেয়ে ও আর একটা বাচচা ছেলে, ওরা হেরোইন পাচারকারি। মা'র মতো যে সে আমার পা চেপে ধরল, বাবু ছেড়ে দেন, সত্যিই হেরোইন আনিনি, এ প্যাকেটটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বড়োবাবুরা, তারপর যা মেরেছে বলে চিহ্নগুলো দেখাতে থাকল। মেয়েটা লজ্জার বাঁধ ভেঙে বলল, বাবু রাতের বেলা ওদের কাছে পাঠাবেন না, কেননা ওরা অন্য ধরনের অত্যাচার করে। ছেলেটি ছোটো। দেখলাম যেটুকু হেরোইন দেখানো হয়েছে তাতে কেস্ খুবই হালকা হবে। তাই বি এস এফ - দের অনুরোধ করলাম, এদের ছেড়ে দেওয়া যায় না? এসব অনেক কেস আছে, এইসব কেসের ইন্ভেস্টিগেসনে যেতে হয় আমাদের। গরিবদের আর এক জগৎ ওখানে, দেশের অস্তিত্ব বোঝা যায়। গ্রামগুলো হতদরিদ্র, চাষ নেই, মানুষের কাজ নেই, মাটি থেকে জল তোলার ব্যবস্থা নেই, বললে অবাক হবেন --- কোনো বাড়িতে রেডিও পর্যন্ত নেই, বসার চেয়ারও নেই। ওদের পরিচিতজন হয়ে গেছি, তাই একটা ভাঙা চেয়ার নিয়ে আসে আমার জন্য। ওই গ্রামে দেখি একজন মহিলা সর্বদা সেজেগুজে থাকে, ওদের পক্ষে যতটা থাকা যায়। কাপড়টা পরিষ্কার, মুখটা ম

াটি মেখে পরিষ্কার, মাটি মেখে ধুয়ে নিলে জানেন অদ্ভুত আলো মুখ থেকে বের হয়। কপালে টিপ, মাথায় সিঁদুর। গ্রামের বুড়ো একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম --- কী ব্যাপার বলতো?

জেনেছিলাম, বর্ডারে গুলি চলেছিল, এর স্বামীর বুকে গুলি লেগেছিল, সেটা ওপারে বাংলাদেশে হয়েছিল। বডি বিনিময় যুদ্ধ ছাড়া করা হয় না। ফলে বডি পাওয়া যায়নি। এই মহিলার ধারণা, ওর স্বামী বাইরে কাজ করতে গেছে, যে-কোনো সময় এসে পড়তে পারে, তাই তার জন্য সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে থাকে। অপেক্ষা করে করে ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। গ্রামে এই ধরনের পাগল বেশ কিছু থাকে। আর কিছু যুবকের সংবাদ পাওয়া যায় নি, এরা ভালো সোনার কাজ জানত, গুজরাটে গিয়েছিল, এ তল্লাটের বাইরে কাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক দালাল থাকে, দালালদের সঙ্গে হয়ত চুক্তিও থাকে। ওরা হয়ত ভূমিকম্পে মারা গেছে, ওদের কোনো খবর নেই। এদের সংখ্যা, সেই সংখ্যা সরকারের খাত াতেও নেই। শুধু এদের পরিবারের মনে থাকে। গ্রামে গিয়ে কী বিচার করব, কোন্ জিনিস অনুসন্ধান করব, এসব গ্রামে কিছুই নেই ।নলকূপে নেই শুদ্ধ জল। এসব চাকরি আর ভালো লাগে না।

এবার তবে রমলার কথা
লজ্জা বাদ দিয়েই বলি, যখন শুনতে চাইছো দাদা, মেয়েদের মাসিক হলে যে ভাবে ন্যাকড়া বাঁধে, সেই রকম ন্যাকড়ায় অ ামরা ব্যাগ তৈরি করি। ব্যাগে তিনটে পকেট, প্রথম পকেটে থাকে তিন ভরি সোনা, পরেরটায় থাকে এক ভরি সোনা, শেষের পকেটে থাকে আবার তিন ভরি সোনা, এগুলো বিস্কুট। সেই ব্যাগে এগুলো ভরে এর মধ্যে ন্যাকড়ার কুচি ভরে দিয়ে তারপর সেলাই করে নেওয়া হয়। আমরা তা বাঁধি মাসিকের ন্যাকড়ার মতো। ওরা সব রাস্তা পরিষ্কার করে রাখে, আমি প্রথমে যেতাম এখান থেকে ট্রেনে চেপে তিন স্টেশন দূরে। জায়গা চেনানো থাকত ওখানে দিয়ে আসতাম। একবার করলে পঞ্চাশ টাকা; দিনে তিন থেকে চারবার এটা করতাম, ট্রেন বেশি থাকে না, তাই কাজ কম হয় আর কাজ রোজ প াওয়াও যায় না। বলবে প্রথমদিনের কথা বলতে, কী ভাবে এলাম। তুমি তো জানো সব। ওই যে জমিটা দেখতে পাচ্ছ বেড় া দিয়ে ঘেরা তিন বিঘে, ওটা ছিল আমাদের। বাবা আমারই বিয়ে দিতে ওটা বেচে দেয়। ওর থেকে আধ মাইলের মতো গেলে বর্ডার পাবে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এক সেপাই। জমি বেচে দিয়ে বিয়ে হল, স্বামী কাজ করত গ্রামে, টিউকল বস ানোর কাজ। তখন তো তুমি আমাদের বাড়িতে যেতে জামাইবাবুর সঙ্গে। বাড়িও তুলেছিলাম ব্রিজের তলায়, ওখানে জল া জমি ছিল, হাঁস পুষেছিলাম। ডিম বিক্রি করতাম আমি, ও টিউকল বসাত, ভালোই ছিলাম, সিঁদুরের দাম ছিল। তারপর একদিন শুনলাম---- স্বামীকে কারা খুন করে সেই পুকুরের কাছে ফেলে গেছে, তখন ছেলে দুটো বড়ো হয়ে গেছে, স্বামী একটু মদও ধরেছিল। দেখতে গেলাম ছেলে দুটোকে নিয়ে। হাঁ করে পড়ে আছে জলা জমির কাছে, যেখানে আমার হঁ াসগুলো চরতো সেই জায়গায় রক্ত ছিটিয়ে ও শুয়ে আছে। চিৎকার করে কাঁদব ছেলে দুটো সঙ্গে রয়েছে। বুঝতে পারল াম সব, এবার ফিরে যেতে হবে গ্রামে। গ্রাম কাউকে পূর্ণ থাকতে দেয় না, ভেবেছিলাম ফাঁকি দিয়ে ভালো থাকব তা আর হল না, গ্রাম আমাদের মতো লোককে পূর্ণ থাকতে দেয় না, ডানা কাটা হয়, ডানা কাটা না হলে মহাজনদের চলে না, কিন্তু কোন মহাজনের নাম করব, আমি তখন চিনি না কাউকে। এক পুলিশ এসে বলে, এ তোমার স্বামী? বলি, হ্যাঁ। সন্দেহ হয় কাউকে? বলিল জানি না? কেস হল কিন্তু আসামি ধরা পড়ল না। পরে বুঝেছিলাম আসামি কে, কিন্তু তার নাম বলা যাবে না। কী করব তাই গ্রামে চলে এলাম। বড়দির সংসার চলে না, আমাদেরও খাওয়া হয় না, দিনের পর দিন উপোস দেওয়া যায় না। প্রেমনগরে গেলে কিছু পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু ওখানে শরীর দিতে হয়। প্রেমনগরে চুপি চুপি গিয়েওছিলাম, না ওটা ঠিক বেশ্যাখানা নয়, ওখানে লাইন হয় সেপাইদের সঙ্গে মেয়েদের, তাই ভাব-ভালোবাসা, খানা পিনা এসব চলে, তবে লাইন খোলে। আমি পালিয়ে এসেছিলাম। ওটা একটা ফাঁদ, কেউ পার পায় না, আমিও পেলাম ন া। ছেলেগুলো খেতে পায় না, শালা জলেও গুগলি থাকে না এখানে, থাকে সোনা পোঁতা, মাঠেও কোনো ছোলা থাকে ন া, এখানে চাষ করার দিকে কার মনই নেই, ফলে চাষ হয় না। এখন বুঝি চাষ করে পোষায় না। তখন একদিন পাড়ার মা সি এল। বলল লাইনে নামতে, তোর বুদ্ধি আছে, তোর শরীর আছে, একাজ ভালো পারবি। সোনা বাঁধা শিখিয়ে দিল। ওর সঙ্গে একদিন বের হয়ে পড়লাম, খুব কেঁদেছিলাম, পরে বুঝেছি এসব কাঁদা - টাদা কোন দাম নেই, স্বামীর মৃত্যুতেও

এভাবে কাঁদিনি দাদা, নিজের-নীচে - পড়া - নিজে - দেখার-জন্য- কান্না, এর থেকে মৃত্যুও ছোটো। গ্রামে এলাম ভালো থ াকব বলে। ঘরের বউরা যে ভাবে বাঁচে সে ভাবে স্বপ্ন দেখা, এছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সেদিন বুঝিনি, গরিব মানুষদের কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই। অনেক ঘাটে জল খেলাম, এখন আমি সেয়ানা একাজে । আজ দেখছ সাধারণ পোষাকে, কিন্তু যখন বাইরে কাজে যাই তখন একটা কাপড় আছে, দামি সিল্কের, মালিক দিয়েছে। তোমরা এমন না এই পুষগুলো, ম ালিকের তিনটে বউ জানো। তাতেও তার হয় না। তিন মাস মাসির সঙ্গে কাজ হয়ে যাওয়ার পর মালিক বলল, চল কলক াতা পর্যন্ত কাজ করা শিখিয়ে দিই। মালিক থাকবে সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু চেনা দেবে না, পাখি পড়ানোরমত এসব শিখিয়েছিল, ধরা পড়বি না আর বলেছিল, সত্যি কথা বলছি যদি শরীর দিয়েও ছেড়ে দেয় তাই করবি আর কখনো মালিকের নাম বলবি না। শিয়ালদায় নেমে সোজা হেঁটে যাব তাকে দেখে দেখে, তারপর মালিক যে গাড়িতে উঠবে, আমিও সেই গা ড়িতে উঠব। গাড়িতে উঠলাম দেখলাম ষাঁড়ের মতো একজন বসে আছে, পরে জেনেছিলাম সে কত্তাবাবুদের রক্ষাকর্তা। গাড়ি গেল মোল্লাদের পাড়ায়। ওরা মদ নিয়ে বসল। মালিক চোখ টিপে বলেছিল কাছে আসতে। লজ্জা করেছিল, ত ারপর কেমন একটা জেদ চাপে না, যা হতে চাইনি, তাই হতে হবে --- মেয়েরা সব বোঝে --- এ মা ভ াত পড়ে যাচ্ছে, দঁ াড়াও রান্না সারি তারপর কথা হবে --- মুরগি মারব? আমার আজ শনিপুজো, নিরামিষ, উপোসও করি বড়ো ছেলেট ার জন্য, সোনার কাজ করবে বলে একজন তাকে নিয়ে গেল গুজরাটে। এক বছর হয়ে গেল, এখনো তার কোন খবর নেই। ভাবলাম এখানে থাকলে আমার মতো হবে, না হয় মস্তান হবে তাই দূরে পাঠিয়ে দিলাম -- জানো দাদা, এখানকার ছেলেরা বেশিদিন বাঁচে না, খুন হয়ে যায়, না হলে সেপাইয়ের হাতে মরে, কেন মরে জানো? আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। তুমি চান করে নাও, চলো জল টিপে দিচ্ছি।

কিছু ভাবনা

ত্রিমিনাল কথাটা ইংরাজি অভিধানে খুবই প্রাচীন, ১৩৮৯ সাল থেকে চালু। ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে তখন দাণ প্লেগ দেখ া দেয়, বিশেষ করে শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে। ডিনার গ্রহণ করে সাহেবরা আর উঠতে পারল না ভেদবমিতে মৃত্যু, বল নাচে কোমর দোলাতে গিয়ে পুরোপুরি পারে না সাহেব মেমেরা, অনেকেই ভেদবমিতে শেষ, হাস্যকৌতুক নৃত্যে নাচ শেষ করতে পারত না কোনো সাহেব অভিনেতা তার আগেই ভেদবমিতে শেষ, এটা ছিল অভিজাত অঞ্চলে, আর শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অবস্থা ছিল আরও কঠিন, কাজ করতে করতে দলবদ্ধভাবে শ্রমিকরা ভেদবমিতে শেষ হয়ে যেত --- শেষ হয়ে গেল অর্ধেকের বেশি শ্রমিক, তারপর তারা ভয় পেয়ে পুনরায় জমিতে ফিরতে চাইল, চাষের কাজে নিযুক্ত হতে চ াইল, কিন্তু চাইলেই তো পারা যায় না ---- ওরা তখন যাবার জন্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজের জায়গা থেকে দূরে সরে যেত, ক াজ করতে অনিচ্ছুক । তখন তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল ত্রিমিনাল, তখন চালু হল একটা প্রবাদ unemployed person of sound mind & body Was made of crime তারপর এই শব্দের অর্থের দ্বার খুলল, আরো অনেক পরে সেই এল পুলিশ শব্দটি। ষোড়শ শতকে অর্থের জোয়ার আসে ইংল্যান্ডে লুটের পয়সায় ভিন্ন দেশ থেকে আসে কঁ াচা মাল --- একে বলা হয় আধুনিক সভ্যতার সূচনা, এই সভ্যতা শব্দের নীচে কালো মেঘের মতো অন্ধকার দিয়ে একটা শব্দ তৈরি হল, তা হল পুলিশ। ধনীর সম্পদ যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি বাড়তে লাগল ওদের ভিতর লোভ, এই লে াভকে সুরক্ষিত করল পুলিশ বাহিনী। ফলে উন্নত ব্যবস্থাপনায় এল ত্রিমিনাল শব্দের ভিন্নতর অর্থ Clear the street of suspicious and undesirable person। কিন্তু এখন সমাজবিজ্ঞনীরা বিষটিকে নিয়ে নানাভাবে ভাবছেন। ১৯৬৫ স ালে আমেরিকার শহরগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে পাওয়া গেছে খুন এবং ধর্ষণ করার একটা হিসাব -----
খুন ধর্ষণ

গোটা আমেরিকাতে ৫.১ ১১.৬

১. উচচ আয়যুক্ত শহর ৫.৪ ১৩.৭

২. মধ্য আয়যুক্ত শহর ৩.৫ ৫.৪
৩. অনুন্নত অঞ্চল ৫.১ ৮.৩

উচচ আয়যুক্ত অঞ্চলগুলিতে গড় খুনের থেকে খুন হয় বেশি এবং ধর্ষণও হয় বেশি। মধ্য অঞ্চলগুলিতে খুন গড় ধর্ষণের চেয়ে কম কিন্তু একদম নিম্ন আয়যুক্ত অঞ্চলগুলিতে খুন গড় খুনের সমান এবং ধর্ষণ গড় ধর্ষণের চেয়ে কম।

মোটামুটি যে কোনো দেশের চেহারার সঙ্গে এটি মিলে যায়, মাঝারি আয়ের লোকেরা অর্থাৎ মধ্যপন্থা নিয়ে থাকা লোকেরা সবকিছু একটা সীমার মধ্যে রাখে। কিন্তু বিষয়টিকে যদি মনস্তত্ত্ব ও ক্রাইম অর্থাৎ সমাজচিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ভাবি তবে চেহারা বেশ অন্যরকম। যেমন ধনী দেশগুলিতে ক্রাইম -- এর মধ্যে পড়ে Rape, Abortion, Homeosexuality, Drug addiction, Killing, Theft (Motor car, Motor cycle). Abortion কেমন করে এই প্রশ্নের সমীক্ষার তখন দেখা গিয়েছিল। মহিলারা ভাবতেন এটা হয়েছে ধর্ষণজনিত কারণে। ঘৃণায় এটা ঘটানো হত। ক্রাইমের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব যোগ করলেই বিষয়ের চেহারা আলাদা হয়ে যায় তাই পরে Abortion বৈধ হয়। এসব সাধারণ ঘটনা, কিন্তু এর সঙ্গে আধুনিক যুগের আরো নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে ---- গা ঘিন ঘিন করা ঘটনা --- এটা ঘটে আমাদের দেশে, চোখ বুজে মেনেও নিই এবং ক্রমশ তা বাড়ছে --- নারী বিক্রি, বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে। বর্ডার আজ ক্রাইমগুলোকে একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনার ভিতর এনে দিয়েছে, তার বিবরণ পরে ভাবা যাবে। আগে স্নান সারতে সারতে কিছু কথা শোনা যাক।

আবার রমলার অরমণীয় কথা
মালিক আমাদের চেনাজানা। ওর পাকা বাড়ি আছে। বাড়িতে টিভি আছে। জানো, আর আছে ওর তিনটে বউ, একটা এখানে থাকে, একটা তোমাদের ওদিকে থাকে আর একটা কলকাতায়। মালিক সব খুলে বলে, আর বলে, দেখ, টাকা যেমন আছে তার খরচাও আছে, এই তিনটে বউ পোষা, এছাড়াও ওর জন্যে আমাদের থাকতে হয়। ভাব ভালোবাসা হয়ে গেছে, এক ঘরে কখনো কখনো থাকতে হয়, অত ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা যায় না। আমি ভাবি অন্য কথা, পরে জেনেছিলাম আমি ছিলাম দেখতে ভালো -- ভেজা হাঁসের মতো। তাই আমার স্বামীকে খুন হতেই হবে, এটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে। ওকে না মারলে আমাকে পাবে না এ লাইনে, কাঁটাতার আছে অথচ চোরাচালান নেই যেমন হয় না, তেমনি সক্ষম স্বামী আছে, ভাব ভালোবাসার লোক আছে আবার সে -এ কাজ করবে তাও হয় না, তাই তাকে খুন হতে হল। ভাবলে কষ্ট হয় কিন্তু এসব জেনেই বা কী লাভ --- বলা যায় এসব বুঝছি অভিজ্ঞতা থেকে। আমার বাঁচার কোনো পথ নেই, বাঁচতে গেলে প্রেমনগরে যেতেই হবে আর সেই সমস্ত কাজ করতেই হবে।

তোমাকে প্রেমনগরের কথা বলা হয়নি এটা জানা দরকার। সেপাইগুলোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এখন রেল গাড়িতে মাল যায় ।এদিকে বর্ডারে এসে গাড়ি দাঁড়ায়, সব তেরটেক হয়। তারপর গাড়ি ছাড়ে কিন্তু কিছুটা গিয়ে থেমে যাবে --- ওখানে এবার অন্য কাজ, সব ছেলেমেয়েরা চাল, চিনি, কেরোসিন, তেল, নিয়ে যেতে হবে একমনি বস্তাগুলো, রেললাইনের দুধারে টিনগুলো দাদা পচে গেছে, এমন নরম কতজন পড়ে যায়, হাতও ভাঙে। কি এসে যায় এতে কার! গাড়ি তো ওখানে দাঁড়ানোর কথা নয়, দাঁড়ায় আমাদের জন্যে। এবার গাড়ির তলায় তলায় মালগুলো ভরা হয়, ভরা শেষ হলে গার্ডবাবু বাঁশি বাজাবে। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দুই সীমানার মাঝে। এদেশের সেপাই আছে আবার ওদেশের সেপাইও আছে --- ওদের সাহায্য নিতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই গুলি, ওখানে খুন হয়ে যাবার মানে বেবাক কেউ দায়িত্ব নেয় না। নালায় পচে মরে, তাই প্রেমনগরে যাবার দরকার হয়। যাতে গুলি না চলে তার জন্যই এই প্রেমনগর তৈরি হয়েছে। ওখানে আমাকেও যেতে হয়, স্পেশাল সেপাই এলে ওদের খাতির করতে হয়। ওদের খাতির কি নিশ্চয় জানতে ইচছা করছে। এই আমরা সেজেগুজে ভালোবেসে গেলাম, ওরাও এল, মদ মাংস এল, এটা মালিক ব্যবস্থা করে, বেশ্যারাও থাকে ওখানে কিন্তু ওদের থেকে আমাদেরই কাজটা হয় বেশি, ভাব ভালোবাসার করার দরকার হয় --- তবুও দাদা সাবধানের ম

ার মেই, তাই যখন কাজে যাই তখন আমাদের শাড়ি পরার কায়দা কিন্তু আলাদা --- আধখানা কাপড় জুড়ে বাঁধা থাকে জিনিসপত্র, আর বাকি আধখানা কাপড় পরনে থাকে, কিন্তু পরা হয় বিশেষ কায়দায়। যেমন এ কাপড়ের যে কোনো দিক ধরে টানলেই ফস করে কাপড়টা খুলে যাবে, উলঙ্গকালী তখন আমরা, সেপাইগুলো সেই কালীরূপে গুলিতে নিশানা হা রিয়ে ফেলে, তাই বেঁচেও যাই এই কাপড়ের জন্যে, এটা পরা শিখতে হয়। অন্ধকার --- তোমাদের মতো আলো জ্বলা শহর নয় এটা। বিকেলের দিকেই বসে এই আসর। ভালো থাকব আর স্বামী নেব না এই ভেবে গ্রামে এলাম, আজ কত স্ব ামীকে নিতে হয়। জানতে চাইবে কী ভাবি তখন, ভাবি না কিছুই, ভাবি এটাই আমার এখনকার কাজ। তাই ভালো করে ক াজটা করার চেষ্টা করি। এবার শোনো সে মোল্লাদের কথা, আমি কিছুতেই সেই মোল্লাদের কাছে থাকব না, কিন্তু মালিক বোঝায় তুই না থাকলে টাকা পুরো পাওয়া যাবে না, আমি আছি পাশের ঘরে। কোনো চিন্তা নেই থেকে গেলাম ওদের কাজ করেও টাকা পাওয়া যায় না, তাই মালিকের এই ছল ছিল। আর কী শুনবে, হ্যাঁ কোথায় কোথায় যাই, সে সব খেতে খেতে কথা হবে। তোমার পিঠটা মুছিয়ে দেব, কতদিন পরে এলে দাদা তুমি। দাদা আমি মাল বওয়ার কাজ খুব কম করেছি, আবার ও কাজ না করলেও মালিক বড়ো কাজ দেবে না।

ভাবনা

চোরাই মাল নিয়ে যায়, ঠিক জায়গায় দিয়ে আসে, পয়সা বুঝে নেয় ট্রেনে বাসে চড়ে, কত ধরনের লোক থাকে, কেউ এর মধ্যে থেকে লাভ তোলার চেষ্টা করে, এদের কত চতুর হতে হয়, তীক্ষ্ণ সজাগ থাকতে হয়। জটিল এদের মন --- স্বাভা বিকভাবেই ধরে নেওয়া উচিত সকলের, কিন্তু 'দাদা তুমি এলে' --- এই শব্দে যে আন্তরিকতা আছে তার তুলনা চলে শরৎকালের সঙ্গে, তার তুলনা চলে ধানের পবিত্র গন্ধের সঙ্গে। আমি এখন তার দাদা --- এই ঘটনা আমাকে অন্য এক ঘটনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ে যায় দু বছর আগে কোচবিহার থেকে বাসে করে ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ দেখি ব াসে উঠলোএক মহিলা, বয়স ত্রিশের নীচে, এসে বসল ড্রাইভারের পাশে। বাসে যেন গন্ধ, আমার পাশে বসা লোকটা কেমন নড়েচড়ে উঠল। মেয়েটি চোখের ভাষায় তাকে কাছে ডেকে নিল, আমি তারপর একা। যা দেখলাম তা বর্ণনা করা এখন ঠিক হবে না, ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া যেতে পারে, মেয়েটির উর্ধবাঙ্গে হাত উঠে গেল সেই লোকটির, এতে কোনো অ াড়াল নেই। ঘন্টা দেড়েক পরে, লোকটা নেমে গেল এবার তাকে আমি ডাকলাম, আমার পাশে বসতে। বসল --- অনেক কথা জানার পর ওর মুখ থেকে একই ধরনের 'দাদা' শব্দ শুনলাম।

অচেনা কথা চেনা চেহারায়

দাদা আমি পাচারকারি, একটু আগে যে আমার কাছে বলেছিল সে পুলিশের লোক, আমাকে বুঝে গিয়েছিল, ধরে পুরে দিত কয়েদি খানায়, তিন মাস জেল হতই। আমার কাছে আছে জাপানি সেলপোন (তখনও এদেশে তো আসেনি)। কে ামরে হাত দাও বুঝতে পারবে। আর ব্লাউজের মধ্যে আছে নানান পার্টস আমিও ঠিক জানি না, আমি শুধু পৌঁছনোর জন্য পাব দুশো টাকা, মোট হবে পাঁচশ টাকা। মাসে তিনবার কাজ পাই। বেশি এলে ধরা পড়ে যাব। বাড়ি কোথায় নাইবা জ ানলে। অসুস্থ স্বামী, না এসব বলে দয়া চাই না, কিছুই চাই না শুধু দুটো খেতে চাই তার জন্য এই কাজ। একটা ছেলে অ ার মেয়ে আছে, তারা পড়াশোনা করে --- যদি পড়তে পারে তাই ছুটে আসি এই কাজে। ভয় আছে, ঝুঁকি আছে, আবার বাড়তি টাকাও আছে। কিন্তু কার মাল কোথায় যাবে এইসব জিজ্ঞসা করবে না দাদা, আমি সত্যি জানি না। তোমরা বলো অন্ধকারের জগৎ আমিও সেই অন্ধকারে থাকি, জানার ইচ্ছাও করে না --- আলোটা কোথায়? আর পথে এই ভাবে অ াচরণ করলে বেশ্যা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না কেউ, এতে আমাদের লাভ, তাই এই আচরণ করি। কী ভাবে নামলাম, ফাঁদ পাতা থাকে, জড়িয়ে গেলাম, আর, আর কিছু জানতে চেয়ো না। দাদা তোমার বাড়ি আমি জানি। তোমাদের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে দেখবে সবাই রূপোর গহনা পরে, এতো রূপো আসে কোথা থেকে আর যায় কোথায়? জানো আমি কিছুদিন এ কাজও করেছিলাম। কত গহনা পরতাম সারা শরীরে, বগলের নীচেও গহনার পুঁটলি বাঁধা থাকত। কেন করি --- অভাব বললে সবটা বলা হবে না, ফাঁদ আছে জড়িয়ে যাই। আর কোনো পথ খোলা নেই। এই ভাবেই একদিন মরে য াব। মালিক বলেছে বেশী টাকা দেবে ছোটো দামি মেশিন যদি এবার নিয়ে, ও সব ব্যবস্থা করে রাখ্যব, আমি শুধু নিয়ে অ

াসব --- জানো পিস্তল --- কী করি দাদা বল তো।

জগার কথা

দাদা প্রায় চার বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা। এখন আমি পঙ্গু। পা-টা ভাল হল না। চল্লিশ হাজার টাকা পেলাম না, পা-ও ভাল হল না। আগে একশো কেজি চালের বস্তা তিনটে বাঁশি বাজলেই সাইকেল ছুটিয়ে এদেশ থেকে ওদেশে নিয়ে যেতাম। একবার পেতাম তিরিশ টাকা, দিনে দশবার করতাম। সেই টাকায় জুয়ো খেলতাম, মদ খেতাম, প্রেমনগর গিয়ে খরচ করতাম। তারপর ধরলাম মেশিন আনা, ওপারে চাল দিতে যেতাম আর নিয়ে আসতাম। পিস্তল কিন্তু পিস্তল। যতই ভাব ভালোবাসা থাকুক, আনা সহজ ছিল না। প্যান্টের ভিতর কত পকেট থাকত, চারটে করে নিয়ে আসতাম। আরও পয়সা এল। এসব কাজ তো রাতের বেলা, দিনে ছুটি -- তাই সারা দিন জুয়ো খেলতাম, আর মাঠে কাজ করলে সারা দিনে পাব তিরিশ টাকা, এতো পরিশ্রম সয় না --- দাদা তুমি আজ হঠাৎ ---- অসুখের খবর নিতে এসেছো? দাদা তুমি স্কান করে দিলে, মাথায় আমার হাড় ঢুকে বসে আছে, যেমন এখন আমি আর কাজ পারি না, বাইরে বসে থাকি, দেখনা হাত পা আরো বেঁকে গেছে, মাথা ঘোরে , চোখে অন্ধকার। আমি বাইরে আর আমার বউ অনেক সময় সেপাই নিয়ে ঘরের ভিতর থাকে --- ও এখন ব্যবসা করে। আমি করি না -- যখন সেপাই ঢোকে, আমি জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটি, রাগ হয়, কষ্ট হয়, হাত পা আরো বেঁকে যায় --- কাকে বলব এসব কথা? ভালো করে চলতে পারি না এই রোগের জন্যে, না দাদা ঠিক বলছি আমি জানি বউয়ের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে অন্য লোক ঢুকলে আমাকে বাইরে থাকতে হবে --- এছাড়া পথ নেই, মাইরি বলছি, মদ না হলে তখন চলে না। এই মদ খেলে মাথার ভিতর যন্ত্রণা করে, যেন ঝড় ওঠে, ঝড়ের মতো শব্দও হয়। তখন ঠিক থাকতে পারি না। একটা দাপাদাপির ভিতর না থাকলে যন্ত্রণা কমে না। আগে কত চল্লিশ হাজার টাকা আমার কোমরে গোঁজা থাকত, শালা জুয়ো, আর মেয়ে মানুষ। দাদা এই জায়গাটা অদ্ভুত না, তোমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না, অথচ তুমি তো আমার বন্ধু বোসো, আসন পেতে দিই। বউ কাজে গেছে, এসে পড়বে। তোমায় দেখলে ওর খুব ভালো লাগবে। শালা ওর বড়ো ছাগলটা আজ আমি বেচে দিয়েছি, ভালো দাম পেলাম না--- মদ খেলাম, তুমি কিছু খেয়েছ তো? আমার ঘরে আজ ভাত নেই।

জগার না জানার হিসেবের কথা

রাতের অন্ধকারে জগা চারটে পিস্তল নিয়ে এ পারে আসতেই, সীমান্তের কাছে যে খাল মতো আছে, ওখানে তিচনজন এগিয়ে এসে ওর মাথায় হেঁসো দিয়ে কোপ মেরেছিল। মাথার ভিতর জ্বলতে থাকা কাঠ যেন ঢুকে গিয়েছিল, ও পড়ে যায় খালের ভিতর, ওর পাকেট থেকে তিনটে পিস্তল নিয়ে অন্যরা ভেগে যায়। ওর পা ওর শরীর ডুবে থাকে জলের ভিতর, মাথা থাকে জলের উপর। সকালে ওর দুজন বন্ধু এটা দেখে ভাবে মরে গেছে। বাড়িতে এসে খবর দেয়। খবর পেয়ে গ্রামের লোক ছোটে, না মরে যায়নি। হাসপাতালে আনা হয়। ওর এক অঙ্গ বেঁকে যায়। পা একটা বেঁকে যায়, হাতও একটা বেঁকে যায়, মুখটাও বাঁকা। হাসপাতালে চিকিৎসা নেই। পুলিস কেস হয় কিন্তু আসামি থাকে না এ হত্যা প্রচেষ্টায়। পরে অন্য বাইরের ডাক্তার দেখানো হয়। বলে স্কান করতে হবে মাথায়, তখন শহরগুলোতে এতো স্কান করার যন্ত্র ছিল না, দমদম থেকে স্কান করে দেখা যায় ওরই খুলির টুকরো অংশ ওর ব্রেনের ভিতর ট্রাফিক পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার নির্লিপ্ত মুখে বলেছিলেন এর অপোরেশন প্রয়োজন, তার জন্য লাগবে চল্লিশ হাজার টাকা। এর মাথা কপাল থেকে খুলে নিয়ে তারপর ব্রেনের ভিতর কতটা ঢুকে গেছে সেই হাড়, তা বুঝে তা বার করতে হবে --- কঠিন চিকিৎসা।

খুলির টুকরো কতটা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত

সার্কাসের হাতি দুলকি চালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ডার পেরিয়ে চলে যায় বাংলাদেশে, ওদেশের সার্কাসে এখনো জীবজন্তুর খেলা নিষিদ্ধ হয়নি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হত্যা করে তার সমস্ত দেহাংশ বাংলাদেশে চলে যায়। বর্ডার আছে ৮,০৯৬ কিলোমিটার, তার মধ্যে অর্ধেক অসংরক্ষিত। এই অসংরক্ষিত অংশ কখনো নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার হয় না, সংরক্ষিত অংশগুলোই নিষিদ্ধ কাজের আখড়া। নেপালের অগণন কন্যা যাদের বয়স দশ থেকে চৌদ্দ-এর মধ্যে তারা বর্ডার

পেরিয়ে বোম্বে এসে বেশ্যা হয়। ওরা কোন দেশের সে প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশের চিনির কারখানা বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়, চিনি নেই লবণ নেই ওদেশে, এদেশে এর জন্যে লবণের যেমন অবৈধ কল আছে, সেইরকম চিনিরও অবৈধ কাল আছে, সেই কল থেকে চিনি ও লবণ প্রত্যহ যায়। এই জন্যে সীমান্তবর্তী শহরগুলো সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় তৈরি --- সামনে দেখা যাবে দোকানঘরগুলো ছোটো, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে স ফালি পথ পেলেই মোটা হয়ে যেন অজগরের পেটে ছাগল, সেই আকৃতিতে বেড়ে গেছে --- ওখানে জিনিসে বোঝাই। সীমান্ত ছাড়িয়ে এই শহরগুলিতে দুনম্বরি কাজ করা হয়, এর জন্য নিযুক্ত বহু ব্যবসায়ী, এই কাজে সাহায্য করে বেকার যুবকেরা দু'নম্বরি ব্যবসায় মানুষের বৈভব --- এরা ধরা পড়ে না। এর থেকেই বোঝা যায় এদেশের সমাজ পদ্ধতির ভিতর এই ধরনের কাজের শিকড় কতটা বিস্তৃত। এই ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে বহু মস্তান। কাঁটাতারের বেড়া কত হাজার মস্তান তৈরি করে সেন্সাস রিপোর্টে কোনদিন পাওয়া যাবে না। আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না এই তথ্য যে প্রত্যহ চারশো কোটি টাকার মাল এদেশ থেকে ওদেশে যায়। সেন্সাসে পাওয়া যায় --- এখানে বাস করে মাত্র দু কোটি লোক ! ভিন্ন রিপোর্ট বলে দু কোটি নয় কুড়ি কোটি লোক বাস করে ---- এদের মধ্যে কমবেশি সবাই এই কাজের ভিতর, এই পদ্ধতির ভিতর জগার হাড়ের মতো ঢুকে বসে আছে।

বাংলাদেশ থেকে আসে চিনা বন্দুক থেকে আফগানিস্থানের হেরোইন পর্যন্ত । বাংলাদেশ থেকে বহু কন্যা এদেশে বিক্রি হয়ে আসে আর চলে যায় বেশ্যাখানায়। আর চাল? সে এক অদ্ভুত কৌশল। ভারতে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে প্রায় শতকরা চল্লিশজন, ওদের সপ্তাহে কুড়ি কেজি চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তিন টাকা কেজি। কিন্তু ওদের টাকা নেই এক সঙ্গে কুড়ি কেজি চাল কেনার, ফলে দরিদ্র মানুষেরা রেশন দোকান থেকে চাল নেয় না, চালের বদলে তারা পায় চল্লিশ টাকা, আর সেই চাল যায় বাংলাদেশে, দাম দশ টাকা কেজি, সরকারি যে চাল আমদানি করে বাংলাদেশ তার চেয়ে কেজিতে দু টাকা কম। গরিবদের চাল এই ভাবে চলে যায় বাংলাদেশে। এর জন্যে বাংলাদেশে আর্থিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এক শতাংশ। অথচ নির্ভর করে পুরোপুরি এই অবৈধ লেনদেনের উপর। এ কথা জগার জানা নেই। জগা একটা অবস্থার শিকার, ওদের খুন হতে থাকার ভেতর একটা পরিকল্পনা থাকে সেটা ও জানে না। জগার মত যুবকেরা খুন হলে কিম্বা অর্ধ খুন না হয়ে থাকলে ওদের বউরা এই কাজে আসবে না। এই জন্যই খুন হয়েছিল রমলার স্বামী। এ লাইনে পুষের থেকে মেয়েদের কদর বেশি এবং ওরা দক্ষ হয় এই কাজে।

বাবলুর সাক্ষ্য

বহরমপুরের একদল যুবক তারা সোনার আড়তদার, অবশ্যই সোনার বিস্কুট কিন্তু বিক্রি করতে হবে। ওরা কেনে কিন্তু মাত্র দেড় হাজার টাকায়,বাজার দর এদেশে পাঁচ হাজার পাঁচশ টাকা, ওরা বিক্রি করে দুহাজার পাঁচশ টাকায়, সরকারি রেটের অর্ধেক দামে। ওরা কাজে বহু লোককে নিযুক্ত করে, বাবলু ওদের একজন যুবককে দিয়েছিল। সে পাঁচ ভরি সোনা নিয়ে এসে ওদের পয়সা ফেরত না দিয়ে বোম্বে ঘুরে আসে। অবশেষে তাকে ধরা হয় এবং বহরমপুরে তুলে নিয়ে গিয়ে অর্ধমৃত করে রাখা হয়। যুবক নিযুক্ত করলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে বেশী। কিন্তু মেয়েরা বিশ্বাসী, তারা পালায় না তাদের শরীর এ কাজে হেল্পফুল। খুন হওয়া, খুন করান এই ব্যবসার একটা অঙ্গ। জগা তার উদাহরণ মাত্র। সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে ঢুকে গেছে এই ব্যবসা।

বুদ্ধিজীবী ফেরিওয়ালা

এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রায় দু'কোটি কিম্বা তার অধিক লোক বাস করে। অধিকাংশ লোক গরিব, তাদের মধ্যে বেশ কিছু কৃষিজীবী বাকি সবাই এ কাজে যুক্ত, আর কিছু আছে আমাদের মতো লোক। আমরা সীমান্ত পর্যন্ত যাই না, আমরা মাল সংগ্রহ করে এনে সীমানা পর্যন্ত পাঠাই, মহাজন থেকে মহাজনের মাঝে থাকি আমরা। যেমন আম পাঠাতে হবে, তাই মহাজন কিছু টাকা দিল, আমরা মালদহের চারটা আমের বাগান ছয় লক্ষ টাকায় কিনে নিলাম, পরে আম হলে বারো লক্ষ টাকায় সেটা মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ল, মাঝে থাকে বহু ক্যারিয়ার, এই মাল তারা ট্রেন পথে নৌকা পথে সীমান্তে মহাজনের কাছে পৌঁছে দেয়, আমি থাকি দায়িত্বে, আমি শুধু পুলিশের কাছে বন্দোবস্ত করি। ভারতে পারেন

বাংলাদেশের টাকায় এদেশে আমের চাষ হয়, এমন কি সবজির চাষ পর্যন্ত ওদেশের টাকায় হয়। এবারই তো বার বিঘা জমিতে টমেটো লাগানো হয়েছিল, টাকা এসেছে ওপার থেকে, ওপারে টমেটো পাওয়া যায় না অথচ তা ওদেশে বড়োলোকদের বিশেষ খাদ্য, তাই টমেটো পাঠাতেই হবে, ওদেশের চোরাই টাকা শুধু জমিতে কেন এই এদেশে যত পুজো হয় তাতেও লাগে --- সীমান্তে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। ওদের ঈদে শুধু আমরা ভাল খাদ্যদ্রব্য পাঠাই না, ঈদের জন্য টাকাও দান করি, আর ওরা এদেশের পুজোগুলোতেও চাঁদা দেয় --- মাঝখান থেকে অতিরিক্ত লাভের জন্য। কিছু টমেটো নাসিক পাঠিয়ে দিলাম, ওরা দিল আপেল, আঙুর, সেগুলো চলে গেল বাংলাদেশে---- ওদেশের বড়োলোকেরা এগুলো দাণ পছন্দ করে। এ কাজে ঝুঁকিও আছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নেই, কেন না আমার দু'জন আত্মীয় পুলিশের বড়োবাবু, ফলে রেল আমার কাছে স্বাধীন যান, রাস্তাগুলো আমার কাছে স্বাধীন রাস্তা, ফলে মাল আনা নেওয়া করতে আমাকে খুব বেশি ঘুষ দিতে হয় না। লাভটা বেশিই থাকে --- যেমন দাদন দেওয়া থাকে বলে টমেটো পাই আমি চার টাকা কেজি, নাসিক থেকে টমেটো বিত্রির টাকায় আসে আঙুর, তা তিনগুণ টাকায় বাংলাদেশে বিত্রি হয়। এ কাজে ঝুঁকিও আছে, যতই পুলিশ আমার আত্মীয় থাকুক, ঝামেলাও আছে --- এই দেখুন না সেদিন মাল আনতে গিয়ে, কতগুলো ছেঁড়া থাকে এই কাজ করার জন্যে, মাল বয়ে আনছিল ব্রিজের উপর দিয়ে, তক্তা ছিল নরম, তা ভেঙে পড়ে যায়, নীচে ছিল রেলের লোহার রেলিং, তাতে গিঁথে যায় তার তলপেট ---- সংবাদটা শুনলাম কিন্তু দৌড়ে ছুটে যেতে পারলাম না, ট্রেন ছাড়বে মাল তুলে দিতেই হবে, তাই মাল তুলে দিয়েই ছুটে গেলাম ---- না মরেনি!!! এরা মরে না। চিকিৎসা করতে হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ করলাম, এইসব ঝক্কি ঝামেলা নিয়েই তবে কাজ। আচ্ছা আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে যে আমি তিরিশ লক্ষ টাকা মূলধনের কাজ করি --- না মনে হচ্ছে না নিচয়, কেননা আমাকে সর্বদা ফেরিওয়ালার পোষাক পরতে হয়, ছেড়া জামা, না - ইস্ত্রি করা প্যান্ট --- এবং সামাজিক সম্মানও ঠিক মতো নেই। এর কোনো সহজ রাস্তাও নেই, ছোটোবেলায় লালগোলা থেকে সোনা আনতাম পকেটে করে, দেখলাম ও কাজে ঝামেলা আরো বেশি। তাই ওদেশের দাদনের টাকায় ওদেশে চাষ করে মাল পাঠানো অনেক সহজ --- ওছাড়া বাকি কথা আর নাই বা শুনলেন।

অত্যাচারের পদ্ধতি, জগার কথায়

ড্যাম্বেল বলে আমার মতো এক ছোঁড়া ছিল, সে হেরোইন নিয়ে আসত। তাকে একদিন বি এস এফ -এর লোক ধরল। কিন্তু হেরো বেশি না থাকলে কেস জমে না। ও ছাড়া পেল, ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি আসতেই , বড়োবাবু ওকে ডাক করাল। ওর হাতে বেশি হেরোইন ধরিয়ে দিয়ে কেস দেবেই, অবশেষে পায়ে পড়ে ছাড়া পেল। কিন্তু আদেশ দিয়েছিল রোজ তাকে একবার করে বড়োবাবুকে সেলাম দিতে হবে। একদিন কাজের চাপে যেতে পারেনি, পরেরদিন দেরি হয়ে গেল, ওকে সেপাইরা ধরে নিয়ে গেল।

তারপর কী করেছিল জানো, আমরা মদ খাই, বউ পেটাই, বাজে লোক, আমার সামনে বউ লাইন ধরার জন্য সেপাইদের নিয়ে ঘরে ঢোকে, আমি দেখি সহ্য করি, হেঁসোর ধার পরখ করি আর চুপ করে থাকি। ওই শালা বড়ো সাহেব আমাদের থেকে আরো নিচু --- এক বালতি গরম জল নিয়ে তাতে ড্যাম্বেলের মুখ চুবিয়ে দেয়, গরম জল, তাতে শ্বাস নিতে পারে না, যখন মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় তখন জল থেকে তার মুখ তোলে। এরকম বারকয়েক করে, তারপর ছেড়ে দেয়। এখন তার সারা মুখে ফোস্কা, তারপর ঘা, কে চিকিৎসা করবে? এই অত্যাচার এরা সকলকে করে। অবশ্য বদলা আমরা নিই না তা নয়, কখনো সখনো হয়। এই সেদিন লাইন পরিস্কার বাঁশি বাজল, মাল নিয়ে ছুটছি, আর ছিল এক লরি চিনি, লরিও আটকে দেয় দুই সেপাই, বর্ডারে বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে নেই। মালিক তাই বন্দুক তুলে নেয় হাতে, গুলি চালিয়ে দেয়। এক সেপাই -- এর হাতে গুলি লাগে, আর তাকে গাড়িতে তুলে নেয়, তার চিকিৎসা করতে হবে তো, আর অন্যটার রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল --- পরে তার কী কান্না, রাইফেল নেই তো চাকরি নট্ পরে রাইফেল তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল --- এই সব এখানে ঘটতেই থাকে।

মরা কোনো ব্যাপার নয়। যদি ধরবে তো যাওয়ার বাঁশি কেন দিলে, তার শাস্তি তো পেতে হবে।

আমার কথা ভাবছ? ভেবে কোনো লাভ নেই, আমি তো একা নই, আমার মতো কতো আছে, আর দুঃখ পাই না। তবে তুমি আনন্দ পাবে কিনা জানি না, ও দলের একজনকে খতম করে দেওয়া গেছে। অবশ্য বন্ধুরা করেছে, আর বাকি আছে দু'জন, একদিন ঠিক তাদেরও সরিয়ে দেব। দেখতে যাবে বেড়াটা, আমাদের এইরকম রাখার জন্য এই বেড়া। এর বাড়ি এদিক তো জমি বেড়ার ওপারে, চাষ করতে গেলে, গেট পাস নিতে হবে আর বুলেট লাথি খেতে হবে। এই কি জীবন, জমি আমার, দেশ আমার তবুও লাথি, এই কি দেশ রক্ষা। দাদা বড়ো কথা হয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা কথা বলায়, নেশা অনেক কিছু ভাবতে শেখায়। ছাগলটা বিক্রি করে আজ মদ খেয়েছি, জুয়াও খেলেছি। জিততে পারিনি, জেতা নেই, বউ এসে যাবে। আমি দাদা কাজও পারি না, বউ -- এর পয়সায় খাই, বাড়ির বড়দা ভিন্ন করে দিল। সেপাই --- এর লাথি খাই, এপারে ওপার দুপারের সেপাই --এর লাথি খাই --- লাথি আলাদা নয় সবই একই, বোসো ও এসে যাবে ----

সময়ের সঙ্গে চিন্তা

জিরো লাইন, চার হাজার কিলোমিটার এই লাইন চলে গেছে। মানুষকে সুস্থ করেনি এই লাইন, ভালো হতে দেয়নি। মানুষকে চুরি করতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষকে লাথি হজম করতে শিক্ষা দিয়েছে, আর মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছে তাদের নারীত্ব, লাবণ্য ইত্যাদিকে মূলধন করে সোনার বিস্কুটের কারবার করতে। কীসের সুরক্ষার জন্য এই লাইন? কত টাকা লাগে --- এই টাকা দিয়ে গ্রামীণ পরিকল্পনা করা যেত না? না হবে না ---- চুরি বজায় রাখতে হবে সেই জন্যই এই লাইন। দু'কোটি মানুষ সুস্থ নেই, সেই সংখ্যা আরো বেড়ে কুড়ি কোটি, তারা সুস্থ নেই। তাদের বিধিবদ্ধভাবে অমানুষ করে দিয়েছে এই জিরো লাইন --- হ্যাঁ সত্যি মনুষ্যত্বকে জিরো করে দেয় এই জিরো লাইন --- কোন্ ঈশ্বরের লাইন কে জানে !

পঞ্চায়েত প্রধান ও আমি

নমস্কার, আপনার কাছে কিছু জানার ছিল। আপনি অতি সজ্জন তাই জিজ্ঞাসা, চাষের কাজে যারা জন দেয় তাদের মজুরি কত এখানে?

তিরিশ চল্লিশ।

কেন এত কম ? সরকারি হিসাব বাষট্টি টাকা।

কাজ কোথায়, কে দেবে? কাজের আগেই টাকা ধার করে বসে থাকে, সুদ দিতে হয় শতকরা দশ ভাগ মাসে। তাই সমিতি গড়ার চেষ্টা করছি। এখান থেকে ঋণ দিয়ে হাঁস মুরগির চাষ করিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্র ভালো, পড়াশুনার চল আছে। বড়ো ইস্কুল আছে ওখানেও ছাত্র অনেক।

বলতে ইচ্ছা হল কোন আয়ের ছাত্ররা ওখানে পড়ে? বলতে পারলাম না, কারণ ভয় আছে, যে কাজ করতে এসেছি, ও খবর পেয়ে গেছে, সেপাই দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারে, ওর ঘরেই টিভি আছে, গ্রামে ওরই জমি বেশি তাই ও গরিব জন খাটায় বত্রিশ টাকায় নমস্কার বলে চলে আসতেই দাঁড়াতে হল --- শুনুন, এর হাত কাটা গেল কেন জানেন?

না জানি না।

এখানে ডাকাতি হয় বেশি। গ চুরি করতে ওদেশ থেকে লোক আসে, যাওয়ার সময় ডাকাতি করে। তাদের বোমাতে এর হাত উড়ে গেছে।

সেপাইরা কী করে?

এত বড়ো এলাকা, সেপাইদের পক্ষে দেখা অসম্ভব।

নমস্কার বলে চলে এলাম। মনে মনে বললাম ---- খবর দেননি তো এখনো? সেপাইরা মানবাধিকার মানে না, ওদের এসব মানতে হয় না। মুখে কথা কম বলে, হাত চলে থাপ্পড় আগে পড়বে, তাতেই আধমরা, তারপর শুনবে কথা।

অফিসার উবাচ
সেপাইরা অত্যাচার করে, আমি মানি,কিন্তু কী করবে বলতে পারেন? দিনে আট ঘন্টার পরিবর্তে চোদ্দ ঘন্টা ডিউটি। মাথায় ছাউনি নেই। রোদ-জল-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে হাতে বন্দুক নিয়ে। কথা বলার লোক নেই, কোনো আলোচনা নেই। কোথায় পরিবার আর এরা কোথায় পাহারায় --- মেজাজ ঠিক থাকে না, তাই মদ খেতে হয় আর অত্যাচার করে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে হয়। মেয়েছেলের রোগ, তা একটু থাকে, ওদেরও তো জীবন আছে, ফলে এসব থাকবেই।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা
সীমান্ত বনাম সমাজ জিজ্ঞাসা --- মানুষ চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তার কারণ এই বেড়া। অপরাধী হলে তা হবে এই ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় কাঁটাতার বসাতে হচ্ছে, অবিবেচক পদ্ধতিতে সেই হবে অপরাধী। এই ব্যবস্থাকে অন্যভাবে ভাবার দরকার আছে। কুড়ি কোটি মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে গেলে চোরাচালান বন্ধের চেয়ে জরি হল বেড়ার সঠিক নির্ণয়ের ভূমি তৈরি করা। কে দেবে এর উত্তর? সীমান্ত রক্ষার নামে এক দল মানুষকে ভিন্ন জীবনে আনতে বাধ্য করানো --- এটাই পদ্ধতি, এরই নাম সুরক্ষা। মানব সম্পদ সুরক্ষা না করে কাকে সুরক্ষা করা হবে --- অবৈধ লেনদেন করে কে? অবৈধ লেনদেনই এখানে সীমানাকে নির্ণায়ক ভূমিকায় এনেছে, উত্তর দেবার মতো পরিকাঠামোই নেই আমাদের দেশে।

আবার রমলার কথা
ছাগল পুষছি পনেরোটা, ঐ ছোটো ছেলে চরাতে যায়, তার ভেতরে একটা পাঁঠা আছে। আগেই একটা পাঁঠা পুষেছিলাম। বেশ বড়ো হয়েছিল। মানত করেছিলাম, ছেলে ফিরে এলে ঠাকুরকে দেব। লাইন বন্ধ থাকল প্রায় দু'মাস, সবাই ভাবতে পারে লাইনে কাজ বোধহয় রোজ থাকে। না না রোজ থাকে না। রোজ যদি আমি পাঁচশ টাকা আয় করি, মাসে কত টাকা হয় --- পনেরো হাজার, আমি তখন বড়োলোক --- আর কাজ করব, না না দাণ হিসাব থাকে এ কাজে, আমি মাসে লাইন থাকলে কাজ করতে পারি দু'হাজার টাকার। তার বেশি হয় না, লাইন থাকলেও হবে না, হতে দেবে না। অভাব না রাখলে কাজ করব কেন? আবার বড়োলোক, রোজ খেতে পারছি এই অবস্থা হলে ওদের সব কথা শুনব কেন? এসব আমি জানি। সেবার দাদা, লাইন বন্ধ, হাতে পয়সা নেই, কার কাছে আর ধার করব, মহাজনের কাছে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ধার পাওয়া যায়। বড়ো ছেলে এল না, সেই মানত করা পাঁঠাটা বিক্রি করে চাল কিনলাম, একমাস মতো চলল। এটাও বড়ো হচ্ছে, লাইন দাদা এখন ঢিমেতালে চলছে, রোজ চলে না, হয়তো এবারও ছেলে আসবে না, মানত রাখতে পারব না, বিক্রি করে দিতে হবে। জানতে চাই যে এই ছোট ছেলে পড়ে কিনা? না বয়স পনেরো, পড়ে না। ছাগল চরায়। ওর কী হবে? এখানে থাকলে লাইন ছাড়া অন্য পথ নেই। মদ ধরবে, হয়ত 'জগা' হয়ে যাবে। আমি ওর দিকে তাকাই আর ভাবি --- জগা ছাড়া কী হবে?

দাদা ঘেন্না ধরে গেছে এই লাইনের কাজে। কোথাও আয়ার কাজ করে দিতে পারো না, লাইন ছেড়ে দেব, ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। এর জন্য অন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারো না --- যেখানে তাকে এই 'জগা' হতে হবে না। আমি শেষ, ও একটু অন্যভাবে বাঁচুক। খেতে কষ্ট হচ্ছে দাদা, বোনের বাড়ি আর কিছু নেই, আর কষ্ট হলেও বোনের কিছু করার নেই। জানেন এইরকম অভাবী রেখেই আমাদের দিয়ে এরা কাজ করিয়ে নেবে। আমি বাঁদি, কার --- না, এই কাঁটাতারের।

শুধুই অত্যাচারিত হতে হয় যদি সেপাইরা চুত্তি ছাড়া মদ খেয়ে এখানে হল্লা করতে আসে, মেয়েদের শরীর নিতে চায়, আমরাও তাকে ঘিরি, তারপর কিল চড় দি। যেদিন কিল চড় দিতে পারি, সেদিন খুব আনন্দ হয়, জীবনের একটা মানে খুঁজে পাই --- এখানকার বউরাও বেশিদিন বাঁচতে চায় না। জানি না --- সবাই আত্মহত্যা করে। বিষ খেয়েই বেশি করে। কেন মরে বলতে পারো? আমার মনে হয়েছে --- প্রথম প্রথম বাধ্য হয়ে কাজটা করলেও এটা অত্যাচার স্বামী পেটাবে, সেপাই পেটাবে, মালিক এসে শরীর নেবে, সেপাই এসেও নেবে, দাদা শরীর দিতেই হবে একাজে, সেপাই এদেশের হোক কিম্বা ওদেশের হোক ---- একইরকম, আলাদা নয়। সহ্য হয় না। তাই মরে। আমি মরিনি, এই ছেলের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকি। আর কী করতে পারি? আনন্দ পাওয়ার মতো আর কিচ্ছু নেই। আগে এখানে যাত্রা আসত। দেখতে যেতাম, সেবার কী হল দাদা জানো --- মানুষ এখানে জন্তুর বাড়া, কুত্তার চেয়েও লোভী, যাত্রা চলছে হঠাৎ তাঁবু খুলে পড়ে গেল, মেয়েরাও আটক পড়ে গেল, তার পর সব অন্ধকার করে দেওয়া হল। মেয়েদের ধরে নিয়ে গেল জঙ্গলে যার যা করার করল, কোনো পুলিশ সেখানে নেই। সন্ধে হলেই শুয়ে পড়ি, প্রথম রাতে একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর চেতন থাকি, যদি ডাকাত আসে, বাড়িতে ছাগল আছে, ওরা গ, ছাগল চুরি করতে আসে। তারাগুলো মাথার উপর থেকে নেমে গেলে ভালো করে ঘুমাতে থাকি। ভোরের দিকে ডাকাতি হয় না। ঘুমেও শান্তি নেই। গুলির শব্দ শুনি --- তার মানে কেউ গেল। গ্রাম থেকে কেউ হারিয়ে গেল। আর ভালো লাগে না, দাদা অনেক দুঃখের কথা বললাম আর বলব না। ভাত ক'টা খেয়ে নাও, পড়ে থাকলে খারাপ লাগে। ছেলেটার জন্য একটু খোঁজ এনে দেবে? তোমার অনেক জানাশোনা লোক আছে, তুমি চেষ্টা করলে তার খোঁজ নিশ্চয় পাবে।

তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ এখানে আছ, এটা কিন্তু খবর হয়ে গেছে, আর থেক না, ট্রেনে যাবে না, চলো বাসে দিয়ে আসি।

আমি উত্তর দিতে পারিনি, চুপ করে ছিলাম। আর কী করতে পারি, ডাক্তারকে বলব যদি একটা আয়ার কাজ পাওয়া যায়, যাবে না জানি --- বাসে উঠলাম। সমীক্ষা সংক্ষিপ্ত হল, এই সমীক্ষায় আরো গভীরে ঢুকলে বিপদ আছে, এটাও জানা হয়ে গেছে। বাস ছেড়ে দিল, আমার বোন, যার ধর্ষিতা হওয়া পেশা সে হাত নাড়ছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com